কুরআনের আলোকে
২৫
নাবি ও রাসূল

কর্ণেল মো. ফরিদ উদ্দিন,পিএসসি,জি,অব.

লেখক ▶ কর্ণেল মো. ফরিদ উদ্দিন, পিএসসি, জি, অব.

সম্পাদনা ▶ অধ্যাপক ড. মো. সামছুল আলম, ঢাবি

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ মুহসিন মাশকুর, ঢাবি (খণ্ডকালীন শিক্ষক)

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা ▶ শেখ নাসিম উদ্দিন

কুরআনের আলোকে
২৫
নাবি ও রাসূল

ইলাননূর পাবলিকেশন

কুরআনের আলোকে ২৫ নাবি ও রাসূল

কর্ণেল মো. ফরিদ উদ্দিন, পিএসসি, জি, অব.

সর্বস্বত্ব

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারি, ২০২২

দ্বিতীয় প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

ISBN: 978-984-95020-3-6

নির্ধারিত মূল্য: ৭৫০ টাকা মাত্র

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট-মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি অথবা অন্যকোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

সকলের সহযোগীতা একান্তভাবে কাম্য

ilannoor publication

দোকান নং ১২০, ৩৭ গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার , ঢাকা।

HOTLINE +৮৮০ ১৪০৭ ০৭০ ২৬৬-৬৯ | info.ilannoor@gmail.com

www.ilannoor.com; Fb:ilannoor.bd

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় মাতা-পিতা
ও
পারিবারিক জীবনে সর্বদা সাহস ও
অনুপ্রেরনা জুগিয়েছেন আমার প্রয়াত স্ত্রী
এবং
স্নেহের সন্তানদের নামে...

প্রাক কথন

"কুরআনের আলোকে ২৫ নাবি ও রাসূল" নামক বই এর সংকলন শেষ করতে পেরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। পবিত্র কুরআন মাজিদে মহান আল্লাহ তায়ালা নাবি ও রাসূলদের আলোচনা বিভিন্ন সূরায় উল্লেখ করেছেন এবং ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনায় বিভিন্ন সূরায় পুনরাবৃত্তি করেছেন।

ইসলামি চিন্তাবিদগণের মতে ১ লক্ষ ২৪ হাজার, মতান্তরে ২ লক্ষ ২৪ হাজার নাবি ও রাসূল বিভিন্ন সময় পৃথিবীতে আগমন করলেও মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলের বর্ণনা পবিত্র কুরআন মাজিদে করেন নাই। সে প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদের সূরা আন-নিসার ১৬৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেন: "কুরআন মাজিদে বহু রাসূলের বর্ণনা করেছেন এবং অনেক রাসূলদের কথা উল্লেখ করেন নাই"।

যুগে যুগে মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের হেদায়েতের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ও গোত্রে নাবি এবং রাসূল পাঠিয়েছেন। নাবি ও রাসূলগণের পৃথিবীতে আগমনের সেই ক্রমধারা অনুসারেই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে তাদেরকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ইসলামি বই-পুস্তক ও গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স এবং ইসলামি গবেষকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে কুরআন মাজিদ থেকে ২৫ জন নাবি ও রাসূলের জীবনী কুরআনের ভাষ্য রক্ষা করে সহজ বর্ণনায় এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

কুরআন মাজিদের বিভিন্ন সূরা থেকে ২৫ জন নাবি ও রাসূলগণকে উদ্দেশ্য করে যে সকল আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে সে আয়াতসমূহকে সংকলনে সন্নেবেশিত করা হয়েছে। পাঠকদের পড়ার সুবিধার্থে তাদের সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়াতসমূহ সূরার নম্বরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পাঠকদের বোধগম্যতা ও সংকলনের উপস্থাপনা বিবেচনায় ২৫ জন নাবি ও রাসূলগণকে উদ্দেশ্য করে উদ্ধৃত আয়াতসমূহকে দুইটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ২৪ জন নাবি ও রাসূল অর্থাৎ প্রথম মানব ও নাবি হযরত আদম ﷺ থেকে হযরত ঈসা ﷺ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ সংকলন করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহানাবি, সর্বশেষ নাবি ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কে সরাসরি উদ্দেশ্য এবং

ইঙ্গিত করে নাজিলকৃত আয়াতসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পাঠকবৃন্দের আত্মস্থ ও বোধগম্যতা বিবেচনায় সংকলনের শেষে সংশ্লিষ্ট নাবি ও রাসূলগনের সম্পর্কিত বিষয়াদি এবং সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

কুরআন মাজিদে একেক নাবির আলোচনা যতবার এসেছে, আমরা যদি সেই সংখ্যার দিকে একটু দৃষ্টি প্রদান করি, তাহলে সহজেই অনুধাবন করতে পারব মুসলমানদের অন্তরে তাদের প্রতি কী পরিমান ভালোবাসা রয়েছে! কুরআন মাজিদে সরাসরি বেশি সংখ্যকবার যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তারা হলেন: হযরত মূসা ﷺ, হযরত ইব্রাহিম ﷺ, হযরত নূহ ﷺ এবং হযরত ঈসা ﷺ। আর মুহাম্মাদ ﷺ এর নাম সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে মোট ৫ বার; তন্মধ্যে ৪ বার 'মুহাম্মাদ' এবং একবার 'আহমাদ' হিসেবে এসেছে। কোথাও 'কুল' ('আপনি বলে দিন'), কোথাও 'ইয়া আইয়ুহা আন নাবিইয়ু' ('ওহে নাবি!'), আবার কোথাও 'ইয়া আইয়ুহা আর-রাসূল' ('ওহে রাসূল') সম্বোধনে মুহাম্মাদ ﷺ কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ সূরা বাকারার ১৩৬ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেন: **" তোমরা বল: আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর যা ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের বংশধরের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং মূসা ও ঈসা কে যা প্রদান করা হয়েছিল এবং অন্যান্য নাবিগণকে তাদের প্রভু হতে যা প্রদত্ত হয়েছিলেন, তদসমুদয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি, তাদের মধ্যে কাউকেও (ঈমানের ক্ষেত্রে) আমরা প্রভেদ করি না, এবং আমরা তারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী"**।

নিম্নে কুরআন মাজিদে নাবি ও রাসূলদের নাম সরাসরি কতবার উল্লেখ করা হয়েছে তা ছক আকারে দেখানো হয়েছেঃ

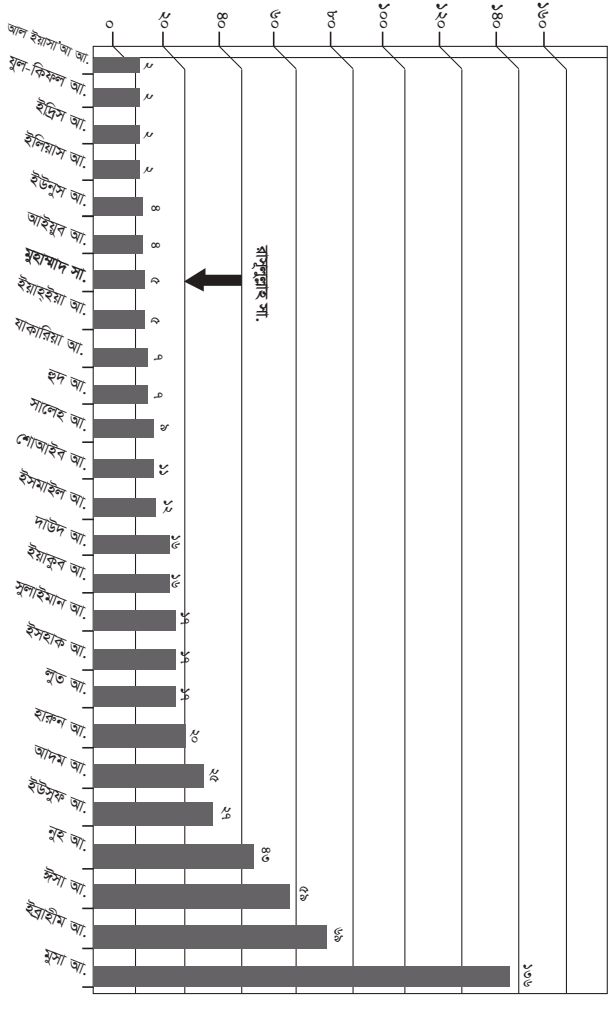

জ্ঞান পিপাসু ও পবিত্র ইসলাম ধর্ম নিয়ে গবেষণাকারী সকল বয়সের নারী-পুরুষদের উদ্দেশ্যে সংকলনটি করা হয়েছে। সংকলনটি মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নাজিলকৃত পবিত্র কুরআন মাজিদের আরবী ভাষা থেকে অনুবাদকৃত। ফলে অনেক সতর্কতার পরও শাব্দিক রুপান্তরে ও মর্মার্থের ব্যত্যয় ঘটতে পারে। এরকম কোনো অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। পাঠকবৃন্দ এ রকম কোনো ভুল-ত্রুটি নজরে আসলে লেখককে অথবা প্রকাশককে জানালে বাধিত হবো, যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন ও পরিমার্জন করা যায়।

পাঠকদের পড়ার সুবিধার জন্য সম্পাদনা করে প্রতি আয়াতের পূর্বে সারসংক্ষেপ সন্নিবেশিত করতে সহায়তা করেন অধ্যাপক ড. শামসুল আলম, ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ মুহসিন মাশকুর, খণ্ডকালীন শিক্ষক, আরবী, আধুনিক ভাষা শিক্ষা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বইটি লিখতে আমাকে সহযোগিতা ও উৎসাহ দিয়েছেন আমার স্নেহের সন্তান মুহাম্মদ নাফিজ বিন ফরিদ ও মুহাম্মদ নাঈম বিন ফরিদ, ভাই-বোন এবং আত্মীয়-স্বজনগণ। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার বড় ভাই কৃষিবিদ মো. সফিউর রহমান, আশরাফ উদ্দিন আহমেদ, মেজর মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম (অব.), ধর্মীয় শিক্ষক আবু তুরাব মুশতাক আহম্মদ, মো. সিরাজুল ইসলাম (বাবু), মো. মিজানুর রহমান (রুমি), মুফতি কামরুজ্জামান, তানভীর আহমেদ খান, সার্জেন্ট (ক্লার্ক) মো. শাহানুর আলম (অব.), সার্জেন্ট (ক্লার্ক) মো. হায়দার আলী (অব.) এবং কম্পিউটার অপারেটর মো. আরমান আহম্মদ এর প্রতি। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ সিনিয়র ও স্বনামধন্য সাংবাদিক, কলামিষ্ট এবং অনেকগুলো বইয়ের লেখক শ্রদ্ধেয় মো. গোলাপ মূনীরের প্রতি। সকলের প্রতি রইল আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ।

বইটি প্রকাশনায় ইলাননূর প্রকাশনীর সম্পৃক্ততা আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছে। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার মেজর এ কে এম আহসান হাবীব (অব.), ম্যাপ অঙ্কনে মুহাম্মাদ আল আমিন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বইটির পরবর্তী সংস্করণ যাতে আরো সমৃদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত হয়, সে ব্যাপারে সম্মানিত পাঠকগণের নিকট খোলা মনে পরামর্শ চাই।

দ্বিতীয় সংস্করণ উপলক্ষে দু'টি কথা

আলহামদুলিল্লাহ্!

মহান আল্লাহ তায়ালার অশেষ দয়া ও কৃপায় "কুরআনের আলোকে ২৫ নাবি ও রাসূল" বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। বইটি ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। ইসলামি মনস্ক ও সাধারন পাঠক সমাজের কাছে সমাদৃত হওয়ায় বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের হচ্ছে।

প্রথম প্রকাশনার পর সম্মানিত পাঠককুলের নিকট থেকে কিছ বানান ভুল, মুদ্রণ ভুল, তথ্যগত ভুল এবং সুন্দর পরামর্শ পাই। বইটির এই সংস্করণে আমরা সেই সকল ভুলত্রুটি সংশোধন করেছি। তাছাড়া 'এক নজরে' প্রত্যেক নাবি ও রাসূল সম্পর্কিত গুরুত্ব বিষয়াদির সার সংক্ষেপ সম্বলিত একটি নতুন পাতা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

অনেক সুপ্রিয় পাঠক প্রথম সংস্করণে বানান ও তথ্যগত ভুল-ত্রুটি ও সুচিন্তিত মতামত লেখক ও প্রকাশকের নজরে আনার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রথম সংস্করণের ভুল-ত্রুটি সতর্কতার সাথে সংশোধণের পরও কিছু কিছু মুদ্রণ, তথ্যগত ও অন্যান্য ভুল এই সংস্করণেও থেকে যেতে পারে।

সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টিতে ভুল-ত্রুটি নজরে আসলে লেখক ও প্রকাশকের নিকট অবহিত করার অনুরোধ করা হলো। এই সংস্করণে বইয়ের প্রচ্ছদ ও অন্যান্য জায়গায় পরিমার্জন করা হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের পর পাঠক ভাই বোনেরা বইটি পড়তে আরও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন বলে আশা করছি।

দ্বিতীয় সংস্করণের ব্যাপারে আমাকে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে প্রকাশক এবং অন্যান্য যারা সহায়তা করেছেন তাদের সবার প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহায় হোন।

কর্ণেল মোঃ ফরিদ উদ্দিন, পিএসসি, জি, অব.
ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সূচিপত্র

অধ্যায়: ১

হযরত আদম আ. ২৫

কুরআন মাজিদে আদম ﷺ ২৫

আদম ﷺ এর সৃষ্টির বর্ণনা ৩৫

বিবি হাওয়ার সৃষ্টি ৩৬

আদম ﷺ ও বিবি হাওয়া ﷺ এর পৃথিবীতে আগমন ৩৭

আদম ﷺ এর দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের বর্ণনা ৩৮

আদম ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ৩৯

আদম ﷺ এর ইন্তেকাল ৪০

এক নজরে আদম ﷺ ৪১

হযরত ইদ্রিস আ. ৪৩

কুরআন মাজিদে ইদ্রিস ﷺ ৪৩

ইদ্রিস ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ৪৪

ইদ্রিস ﷺ কে আকাশে তুলে নেয়ার ঘটনা ৪৫

এক নজরে ইদ্রিস ﷺ ৪৬

হযরত নূহ আ. ৪৯

কুরআন মাজিদে নূহ ﷺ ৪৯

নূহ ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ৬৬

নূহ ﷺ এর ইন্তেকাল ৬৭
এক নজরে নুহ ﷺ ৬৮

হযরত হুদ আ. ৭১
কুরআন মাজিদে হুদ ﷺ ৭১
আ'দ জাতি সম্বন্ধে বর্ণনা ৭৪
হুদ ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ৮১
হুদ ﷺ এর ইন্তেকাল ৮২
এক নজরে হুদ ﷺ ৮৩

হযরত সালেহ আ. ৮৫
কুরআন মাজিদে সালেহ ﷺ ৮৫
সামূদ সম্প্রদায় সম্বন্ধে বর্ণনা ৮৯
সামূদ জাতির ধ্বংসের পর সালেহ ﷺ এর অবস্থান ৯৬
সালেহ ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ৯৭
সালেহ ﷺ এর ইন্তেকাল ৯৮
এক নজরে সালেহ ﷺ ৯৯

হযরত ইব্রাহিম আ. ১০১
কুরআন মাজিদে ইব্রাহিম ﷺ ১০১
ইব্রাহিম ﷺ কে হত্যার উদ্দেশ্যে আগুনে নিক্ষেপ ১২৩
ইব্রাহিম ﷺ এর সঙ্গে বাদশা নমরুদের সাক্ষাৎকার ১২৪
বিবি হাজেরা ﷺ ও ইসমাইল ﷺ এর মক্কায় গমন ১২৫
বিবি সারাহ ও ইসহাক ﷺ ১২৭
পবিত্র কাবা ঘরের পুনর্নির্মাণ ১২৭

ইব্রাহিম ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ১২৯
ইব্রাহিম ﷺ এর ইন্তেকাল ১৩০
এক নজরে ইব্রাহিম ﷺ ১৩১

হযরত লূত আ. ১৩৩

কুরআন মাজিদে লূত ﷺ ১৩৩
লূত ﷺ এর হিজরত ও সোডম নগরী ধ্বংসের সংক্ষিপ্ত বিররণ ১৪২
লূত ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ১৪২
লূত ﷺ এর ইন্তেকাল ১৪৪
এক নজরে লুত ﷺ ১৪৫

হযরত ইসমাইল আ. ১৪৭

কুরআন মাজিদে ইসমাইল ﷺ ১৪৭
ইসমাইল ﷺ এর জন্ম ও মক্কায় গমন ১৫২
জমজম কুপের উৎপত্তি ১৫৩
ইসমাইল ﷺ কে কুরবাণীর উদ্যোগ ১৫৪
ইসমাইল ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ১৫৫
ইসমাইল ﷺ এর ইন্তেকাল ১৫৭
এক নজরে ইসমাইল ﷺ ১৫৮

হযরত ইসহাক আ.....১৬১

কুরআন মাজিদে ইসহাক ﷺ ১৬১
ইসহাক ﷺ এর জন্ম ১৬৬
ইসহাক ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ১৬৭

ইসহাক ﷺ এর ইন্তেকাল ১৬৭
এক নজরে ইসহাক ﷺ ১৬৮

হযরত ইয়াকুব আ. ১৭১

কুরআন মাজিদে ইয়াকুব ﷺ ১৭১
ইয়াকুব ﷺ এর মিশর গমন ১৭৭
বাইতুল মুকাদ্দাস (আল-আকসা মসজিদ) পুনর্নির্মাণ ১৮৩
ইয়াকুব ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ১৮৩
ইয়াকুব ﷺ এর ইন্তেকাল ১৮৪
এক নজরে ইয়াকুব ﷺ ১৮৫

হযরত ইউসুফ আ. ১৮৭

কুরআন মাজিদে ইউসুফ ﷺ ১৮৭
ইউসুফ ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ১৯৯
ইউসুফ ﷺ এর ইন্তেকাল ২০১
এক নজরে ইউসুফ ﷺ ২০২

হযরত আইয়ুব আ. ২০৫

কুরআন মাজিদে আইয়ুব ﷺ ২০৫
আইয়ুব ﷺ এর রোগমুক্তি ২০৭
আইয়ুব ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ২০৮
আইয়ুব ﷺ এর ইন্তেকাল ২০৮
এক নজরে আইয়ুব ﷺ ২০৯

হযরত শোয়াইব আ. ২১১

কুরআন মাজিদে শোয়াইব ﷺ ২১১

মাদইয়ান এলাকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ২১৬

শোয়াইব ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ২১৬

শোয়াইব ﷺ এর ইন্তেকাল ২১৭

এক নজরে শোয়াইব ﷺ ২১৮

হযরত ইউনুস আ. ২২১

কুরআন মাজিদে ইউনুস ﷺ ২২১

ইউনুস ﷺ এর মাছের পেটে অবস্থান ও পরবর্তী ঘটনাবলি ২২৪

ইউনুস ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ২২৫

ইউনুস ﷺ এর ইন্তেকাল ২২৬

এক নজরে ইউনুস ﷺ ২২৭

হযরত মূসা আ. ২২৯

কুরআন মাজিদে মূসা ﷺ ২২৯

মূসা ﷺ এর জন্ম ও বেড়ে উঠা ২৮০

ফেরাউন সম্পর্কিত ঘটনাবলি ২৮৪

ফেরাউনের মমির চিকিৎসার জন্য পাসর্পোট ২৮৭

ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়ার সম্পর্কে বর্ণনা ও বিশেষ মর্যাদা ২৮৭

মূসা ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ২৮৮

মূসা ﷺ এর ইন্তেকাল ২৯১

এক নজরে মূসা ﷺ ২৯২

হযরত হারুন আ. ২৯৫

কুরআন মাজিদে হারুন ﷺ ২৯৫

হারুন ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ৩০১

হারুন ﷺ এর ইন্তেকাল ৩০২

এক নজরে হারুন ﷺ ৩০৩

হযরত ইয়াসা'আ আ. ৩০৫

কুরআন মাজিদে ইয়াসা'আ ﷺ ৩০৫

বনি ইসরাইল কর্তৃক বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় ৩০৬

ইয়াসা'আ ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ৩০৬

ইয়াসা'আ ﷺ এর ইন্তেকাল ৩০৭

এক নজরে ইয়াসা'আ ﷺ ৩০৮

হযরত ইলিয়াস আ. ৩১১

কুরআন মাজিদে ইলিয়াস ﷺ ৩১১

ইলিয়াস ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনাবলি ৩১২

ইলিয়াস ﷺ এর অন্তর্ধান/মৃত্যু ৩১২

এক নজরে ইলিয়াস ﷺ ৩১৩

হযরত যুল-কিফ্‌ল আ. ৩১৫

কুরআন মাজিদে যুল-কিফ্‌ল ﷺ ৩১৫

যুল-কিফ্‌ল ﷺ এর নাবি হিসেবে মতভেদ ৩১৬

যুল-কিফ্‌ল ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ৩১৬

যুল-কিফ্‌ল ﷺ এর ইন্তেকাল ৩১৭

এক নজরে যুল-কিফ্‌ল ﷺ ৩১৮

হযরত দাউদ আ. ৩২১

কুরআন মাজিদে দাউদ ﷺ ৩২১

দাউদ ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ৩২৫

দাউদ ﷺ এর ইন্তেকাল ৩২৬

এক নজরে দাউদ ﷺ ৩২৮

হযরত সুলাইমান আ. ৩৩১

কুরআন মাজিদে সুলাইমান ﷺ ৩৩১

সুলাইমান ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্টসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ৩৩৮

সুলাইমান ﷺ এর ইন্তেকাল ৩৪০

এক নজরে সুলাইমান ﷺ ৩৪১

হযরত যাকারিয়া আ. ৩৪৩

কুরআন মাজিদে যাকারিয়া ﷺ ৩৪৩

যাকারিয়া ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ৩৪৬

যাকারিয়া ﷺ এর ইন্তেকাল ৩৪৭

এক নজরে যাকারিয়া ﷺ ৩৪৮

হযরত ইয়াহ্ইয়া আ. ৩৫১

কুরআন মাজিদে ইয়াহ্ইয়া ﷺ ৩৫১

ইয়াহ্ইয়া ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ৩৫৪

ইয়াহ্ইয়া ﷺ এর ইন্তেকাল ৩৫৫

এক নজরে ইয়াহইয়া ﷺ ৩৫৬

হযরত ঈসা আ.....৩৫৯

কুরআন মাজিদে ঈসা ﷺ ৩৫৯

ঈসা ﷺ এর জন্ম ও মা বিবি মারইয়াম ﷺ এর ঘটনাবলি ৩৭৩

বেহেশতের উচ্চ আসনে ০৪ জন সম্মানিত নারী ৩৭৭

ঈসা ﷺ এর বেহেশতে (উর্ধ্বাকাশে) তুলে নেয়ার ঘটনা ৩৭৭

ঈসা ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ৩৭৯

হযরত ঈসা ﷺ এর পৃথিবীতে পুনরায় আগমন ও ইন্তেকাল ৩৮১

এক নজরে ঈসা ﷺ ৩৮৩

অধ্যায়: ২

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ৩৮৭

মুহাম্মাদ ﷺ এর শৈশব ও যৌবনকাল ৩৮৭

মক্কায় সংকট নিরসনে মুহাম্মাদ ﷺ এর ভূমিকা ৩৮৯

মুহাম্মাদ ﷺ এর ওপর কুরআন নাযিলের ঘটনাবলি ও ধর্মপ্রচার ৩৯০

কুরআন মাজিদে মুহাম্মাদ ﷺ ৩৯৪

মুহাম্মাদ ﷺ এর মেরাজ এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ৫২২

মুহাম্মাদ ﷺ এর সামরিক জীবন ৫২৬

বদর যুদ্ধ ৫২৬

ওহুদের যুদ্ধ ৫২৭

খন্দকের যুদ্ধ ৫২৮

হুদায়বিয়ার সন্ধি ৫২৯

খায়বারের যুদ্ধ ৫৩০

মুতার যুদ্ধ ৫৩২

মক্কা বিজয় ৫৩৩

হুনাইনের যুদ্ধ ৫৩৪

তাবুক অভিযান ৫৩৫

মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক বিভিন্ন অমুসলিম রাজা-বাদশাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত চিঠি ৫৩৬

মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক ব্যবহৃত দাপ্তরিক সিল ৫৩৮

বিভিন্ন আমুসলিম রাজা-বাদশাহের প্রতি প্রেরিত চিঠির বাহক, স্থান ও প্রাপক ৫৩৮

রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ ৫৩৯
মুহাম্মাদ ﷺ এর মহৎ গুণাবলি ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ৫৪০
পবিত্র কুরআন মাজিদ নাজিল ও গোপনে ধর্ম প্রচার ৫৪১
ইথিওপিয়ায় (আবিসিনিয়া) সাহাবীগণের সর্বপ্রথম হিজরত ৫৪১
ধর্ম প্রচারে প্রতিবন্ধকতা ও অবরুদ্ধকরণ ৫৪৩
তায়েফ গমন ৫৪৩
মাদীনায় হিজরত ৫৪৪
স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সংবিধান প্রণয়ন ৫৪৬
ঈদের নামাজ, যাকাত ও মহিলাদের পর্দার বিধান ৫৪৬
শিশুদের অধিকার ও তাদের প্রতি আচরণ ৫৪৬
স্বামী হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ ৫৪৭
বিদায় হজ্জের ভাষণ ৫৪৮
রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ভাষণের শেষ অংশ ছিল **৫৪৯**
মুহাম্মাদ ﷺ এর ইন্তেকাল ৫৪৯

“আর, নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট ইতিপূর্বে বহু রাসূলের প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি; আল্লাহ মূসার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন”

সূরা আন-নিসা-৪, আয়াত-১৬

১ম অধ্যায়

হযরত আদম عليه السلام থেকে হযরত ঈসা عليه السلام

আদম আ.

ভারত, শ্রীলংকা ও মক্কা এবং জেদ্দার ভৌগোলিক চিত্র

হযরত আদম عليه السلام

কুরআন মাজিদে আদম

আদি পিতা হযরত আদম পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানব। মহান আল্লাহ তায়ালা আদম কে নিজ হাতে মাটি দ্বারা তৈরি করেছেন। অতঃপর তাতে রুহ ফুকে দেন। তখন আদম মানুষের আকৃতি ধারণ করেন। পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির ০৪ প্রকার নজির বিদ্যমান। যেমন:

- আদম আল্লাহ কর্তৃক পানি ও মাটি থেকে তৈরি।
- বিবি হাওয়া আদম এর পাজরের হাড় থেকে আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্টি।
- হযরত ঈসা আল্লাহর নির্দেশ ও কুদরতে পিতা ব্যতিরেকে সৃষ্টি।
- অন্যান্য মানব সন্তান আল্লাহর নির্দেশ ও কুদরতে পিতা ও মাতার মাধ্যমে সৃষ্টি।

মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন মাজিদে উল্লেখ করেন:

> **"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন, তারপর বললেন, হও, ফলে তা হয়ে গেলো"।**
>
> **(সূরা আলে-ইমরান-৩, আয়াত-৫৯)**

আদম এর নাম পবিত্র কুরআন মাজিদে ২৫ টি স্থানে উল্লেখ রয়েছে:

ক্র/নং	সূরার নাম	সূরা নম্বর	আয়াত নম্বর
১।	বাকারা	২	আয়াত ৩০-৩৯
২।	আলে-ইমরান	৩	আয়াত ৩৩-৩৪ এবং ৫৯
৩।	মায়িদা	৫	আয়াত ২৭-৩৪
৪।	আরাফ	৭	আয়াত ১১-২৫, ২৬-২৭, ৩১, ৩৫ এবং ১৭২
৫।	হিজর	১৫	আয়াত ২৮-৩৫

৬।	বনি ইসরাইল	১৭	আয়াত ৬১-৭০
৭।	কাহ্‌ফ	১৮	আয়াত ৫০-৫৩
৮।	মারইয়াম	১৯	আয়াত-৫৮
৯।	ত্বা-হা	২০	আয়াত ১১৫-১২৮
১০।	ইয়াসীন	৩৬	আয়াত-৬০

মহান আল্লাহ এখানে আদম ﷺ এর সৃষ্টির কাহিনি মহানাবি ﷺ কে শুনাচ্ছেন। ইবলিস কর্তৃক আদম ﷺ কে সেজদা করতে অস্বীকার করা ও তার পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। আদম ﷺ কর্তৃক একটি ভুল করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা ও ক্ষমা প্রাপ্তির কথাও বলা হয়েছে-

আর (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন: নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করবো, তারা বললো: আপনি কি সেখানে (জমীনে) এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে, তারা সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই তো আপনার প্রশংসা, গুণগান করছি এবং আপনারই পবিত্রতা ঘোষণা করে থাকি। তিনি (আল্লাহ) বললেন: নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সে সকল ফেরেশতাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করলেন; তৎপর বললেন: যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এই সমুদয়ের নামসমূহ আমাকে জানাও। তারা (ফেরেশতা) বলেছিল-আপনি মহান ও পবিত্র; আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞান নাই; নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। তিনি (আল্লাহ) বলেছিলেন: হে আদম, তুমি তাদেরকে (ফেরেশতাদের) ঐ সকলের নামসমূহ বলে দাও; অতঃপর যখন সে (আদম) ঐগুলোর নামসূমহ জানিয়ে দিল, তখন তিনি (আল্লাহ) বলেছিলেন: আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয়ই আমি আসমান ও জমিনের অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে অবগত আছি এবং তোমরা যা প্রকাশ করো বা গোপন রাখ, আমি তাও জানি। এবং যখন আমি ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম যে, তোমরা আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সেজদা করেছিল; সে অগ্রাহ্য করলো ও অহংকার করলো এবং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এবং আমি (আল্লাহ) বললাম: হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস করো এবং তা হতে যা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দে ভক্ষণ কর; কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না-অন্যথা তোমরা অমান্যকারীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু শয়তান তাদের উভয়কে সংকল্প হতে বিচ্যুত করলো এবং তারা যেখানে

ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বর্হিগত করলো; এবং আমি (আল্লাহ) বললাম- তোমরা পরস্পরের শত্রু রূপে নীচে নেমে যাও এবং পৃথিবীতে নির্দিষ্টকালের জন্যে তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল। অতঃপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বাক্য শিক্ষা করলেন, আল্লাহ তখন তার (আদম) তাওবা কবুল করে তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, করুণাময়। আমি (আল্লাহ) বললামঃ তোমরা সকলেই এ স্থান (জান্নাত) হতে নীচে নেমে যাও; পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোনো নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে বস্তুতঃ তাদের কোনই ভয় নাই এবং তারা চিন্তিত হবে না। আর যারা অবিশ্বাস করবে ও আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করবে তারাই অবিশ্বাসী (জাহান্নামী), সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

(সূরা বাকারা-২, আয়াত ৩০-৩৯)

মুহাম্মাদ ﷺ এর রিসালাতে সন্দেহ পোষণ করার কারণে যে সব লোক তার আনুগত্য করতো না, আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের পথ প্রদর্শনের জন্যে পূর্ববর্তী নাবিগণের কিছু দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে তাদের সন্দেহ দূর হয়ে যায়-

নিশ্চয়ই আল্লাহ আদমকে ও নূহকে এবং ইব্রাহিমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতের উপর মনোনীত করেছেন। তারা একে অপরের সন্তান এবং আল্লাহ মহাশ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

(সূরা আলে-ইমরান-৩, আয়াত ৩৩-৩৪)

কিয়াসের প্রামাণ্যতা: এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কিয়াস ও শরীয়তসম্মত দলিল। কেননা আল্লাহ বলেছেন, ঈসা ﷺ এর জন্ম আদমের জন্মের মতই। অর্থাৎ আদম ﷺ কে যেমন বাবা ও মা ছাড়া সৃষ্টি করা হয়েছে, ঈসা ﷺ কেও তেমনি বাবা ছাড়া সৃষ্টি করা হয়েছে-

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন, তারপর বললেন, হও, ফলে তা হয়ে গেলো।

(সূরা আলে-ইমরান-৩, আয়াত-৫৯)

আলোচ্য আয়াতগুলোতে আদম ﷺ এর দু'পুত্র হাবিল ও কাবিলের বিবাদে জড়িয়ে পড়া ও একজন দ্বারা অন্যজনের হত্যা হওয়ার কাহিনি, লাশ দাফনের নিয়ম ও হত্যার শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্বের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে মূলতঃ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য-

(হে নাবি!) তুমি তাদেরকে (আহলে কিতাবীদেরকে) আদমের দুই পুত্রের (হাবিল ও কাবিল) ঘটনা সঠিকভাবে পাঠ করে শুনিয়ে দাও; যখন তারা উভয়েই এক একটি কুরবাণী করছিল তখন তাদের একজনের (হাবিল) কুরবাণী কবুল হলো এবং অপরজনের কুরবাণী কবুল হলো না; সেই অপরজন (কাবিল) বললো: আমি তোমাকে নিশ্চয়ই হত্যা করবো; সেই প্রথমজন (হাবিল) বললো: আল্লাহ মুত্তাকীদের আমলই কবুল করে থাকেন। তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্যে তোমার হাত বাড়াও, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করার জন্যে তোমার দিকে কখনও হাত বাড়াবো না; আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। আমি চাই যে, তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার সমস্তই বহন কর; ফলে তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, অত্যাচারীদের শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে। অতঃপর তার প্রবৃত্তি স্বীয় ভ্রাতৃ হত্যায় তাকে উদ্বুদ্ধ করে তুললো, সুতরাং সে (কাবিল) তার ভাই (হাবিল) কে হত্যা করেই ফেললো, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়লো। অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন; সে মাটি খুড়তে লাগলো, যেন সে তাকে (কাবিলকে) শিখিয়ে দেয় যে, নিজ ভাই এর মৃতদেহ কীভাবে গোপন করা যায়, সে (কাবিল) বলতে লাগলো: ধিক্কার আমাকে! আমি কি এই কাকের মতোও হতে পারলাম না যাতে আমার ভাইয়ের মৃত দেহ গোপন করতে পারি। অতঃপর সে অনুতপ্ত হলো। এ কারণেই আমি বনি ইসরাইলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত কিংবা তার দ্বারা পৃথিবীতে কোনো ফ্যাসাদ বিস্তার ব্যতীত তবে সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করে ফেললো; আর যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে রক্ষা করলো তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে রক্ষা করলো; আর তাদের (বনি ইসরাইলের) নিকট আমার বহু রাসূল স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে আগমন করেছিলেন, তবু এরপরেও অনেকেই পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘনকারী রয়ে গেছে। যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা নির্বাসনে পাঠানো হবে। এটা তো পৃথিবীতে তাদের জন্যে ভীষণ লাঞ্ছনা, আর পরকালেও তাদের জন্যে মহা শাস্তি রয়েছে। কিন্তু হ্যা, তারা তোমাদের আওতাধীন (গ্রেফতার) আসার পূর্বে যারা তাওবা করবে তাদের জন্য নয়, সুতরাং জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

(সূরা মায়িদা-৫, আয়াত ২৭-৩৪)